প্রশিক্ষণ মডিউল ঃ যুব পুরুষ ও যুব নারীর জন্য লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, লিঙ্গ নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

স্থান: হল রুম, নাইস ফাউন্ডেশন

তারিখ: ২৫ এপ্রিল, ২০২৬

"অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নারীবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালীকরণ" প্রকল্প

("Strengthening the Feminist Movement to Fight Against Violation of Rights" Project)

আয়োজনে ঃ নাইস ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায় ঃ ক্রিয়া-ফন

ভূমিকাঃ

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, বৈষম্য এবং সামাজিক বঞ্চনা বাংলাদেশের গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে এক দীর্ঘস্থায়ী বাস্তবতা। বিশেষ করে নারী, শিশু, দলিত, তৃতীয় লিঙ্গ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিনিয়ত এই বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তাদের অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাইস ফাউন্ডেশন, একটি অধিকারভিত্তিক নারীবাদী উন্নয়ন সংস্থা, যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার, শিক্ষা, জলবায়ু সহনশীলতা ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে।

এই ধারাবাহিকতায়, নাইস ফাউন্ডেশন বাস্তবায়ন করছে ফন প্রকল্প যার পূর্ণ নাম "Strengthening the Feminist Movement to Fight Against Violation of Rights" অর্থাৎ "অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে নারীবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালীকরণ"। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত পরিচালিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনার বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলাসহ দেশের ৮টি জেলায় ১০টি সিভিল সোসাইটি সংগঠনের অংশগ্রহণে একটি শক্তিশালী নারীবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে।

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো নারীদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হতে পারে এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীরা এখনও বহু বাধা ও বৈষম্যের সম্মুখীন হন, যার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (GBV)। এই সহিংসতা কেবল শারীরিক নয়, বরং মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন হয়রানির মতো বহু রূপে প্রকাশ পায়। এই প্রেক্ষাপটে, নারী নেতৃত্ব বিকাশ এবং তাদের অন্তর্ভূক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব নারী ও যুব পুরুষদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণটির মূল উদ্দেশ্য হলো যুব নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুরুষের অংশগ্রহণ/ সহযোগিতা, যাতে তারা সহিংসতার প্রকারভেদ, প্রতিফলন, নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানকে সচেতনভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন এবং স্থানীয়ভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করা
- লিঙ্গ নীতিমালা ও নারীর অধিকার বিষয়ে মৌলিক ধারণা প্রদান
- নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা
- নারী দলের অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন
- নারী দলের সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে সহায়তা করা
- স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের জন্য বাস্তবভিত্তিক অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা
- নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুরুষের অংশগ্রহণ/ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা
- অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা
- প্রশিক্ষণ শেষে নারী নেত্রীদের স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সদস্যঃ ২০ জন যুব পুরুষ ও যুব নারী (১০ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী) ডুমুরিয়া উপজেলা থেকে ১০ জন ও বটিয়াঘাটা উপজেলা থেকে ১০ জন অংশগ্রহণকারী থাকবে।

যুব পুরুষ ও যুব নারীর জন্য লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, লিঙ্গ নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এর রূপরেখা/ প্রশিক্ষণসূচী

তারিখঃ ২৫ এপ্রিল, ২০২৬

সময়	মূল বিষয়	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	উপকরণ
১০:০০-১০:১৫	রেজিস্ট্রেশন	অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন	-	রেজিস্ট্রেশনশীট, ক্লিপবোর্ড
১০:১৫-১০:২৫	আসন গ্রহণ ও পরিচিতি পর্ব	অংশগ্রহণকারীদের আসন গ্রহণ ও অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি পর্ব	আলোচনা	-
১০:২৫-১০:৪০	উদ্বোধনী বক্তব্য	উদ্বোধনী বক্তব্য	বক্তব্য	-
১০:৪০-১১:০০	সংস্থা ও ফন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা	নাইস ফাউন্ডেশন ও ফন কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	আলোচনা	প্রজেক্টর
১১:০০-১১:১৫	চা বিরতি			
১১:১৫-১১:২৫	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণণা করা	• লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার, লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি, লিঙ্গ নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্তর্ভূক্তি এর সংজ্ঞা • প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা	আলোচনা	প্রজেক্টর
১১:২৫-১১:৪৫	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা	• লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ধরণ • লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি • সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্তর্ভূক্তি	আলোচনা	প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার
১১:৪৫-১২:১৫	অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়	• লিঙ্গ নীতিমালার মূল ধারণা ও স্থানীয় বাস্তবতা • অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়	মুক্ত আলোচনা	-
১২:১৫-১২:৪৫	রোল-প্লে	সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, রোল-প্লে "একটি গ্রামের সমস্যা ও নারীর সিদ্ধান্ত"	অংশগ্রহণমূলক	-
১২:৪৫-১:৩০	গ্রুপ ওয়ার্ক/ দলগত কাজ	• অন্তর্ভূক্তি ও নেতৃত্ব দলীয় চর্চা • নারী দলের অন্তর্ভূক্তিমূলক নেতৃত্ব চিহ্নিত করতে খুঁজে বের করা: ১. নারী দলের শক্তি, ২. দুর্বলতা, ৩. সুযোগ, ৪. হুমকি।	অংশগ্রহণমূলক	কালার পেপার, কলম
১:৩০-২:৩০	দুপুরের খাবার ও নামাজের বিরতি			
২:৩০-৩:০০	একশন প্ল্যান	• নিজ এলাকায় সচেতনতামূলক কাজের পরিকল্পনা • উপস্থাপন ও প্রতিক্রিয়া	অংশগ্রহণমূলক	কালার পেপার, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার
৩:০০-৩:৩০	প্রশ্নোত্তর পর্ব	মৌখিক প্রশ্নোত্তর পর্ব ও ইন্টারেকটিভ একটিভিটি	মুক্ত আলোচনা	-
৩:৩০-৩:৪৫	রিফ্লেকশন/ প্রতিক্রিয়া	রিফ্লেকশন/ প্রতিক্রিয়া ফর্ম পুরণ	লিখিত রিফ্লেকশন	ভিপ কার্ড, কলম
৩:৪৫-৪:০০	অনুষ্ঠানের সমাপ্তি	উপসংহার ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা	আলোচনা	-

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ অংশঃ

লিঙ্গ-ভিত্তিক/ জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV)ঃ লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা হলো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতা যা তার লিঙ্গের কারনে হযে থাকে বা এমন সহিংসতা যা কোনও নির্দ্দিষ্ট লিঙ্গের ব্যক্তিদের অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। যেমন- শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, যৌন সহিংসতা ইত্যাদি।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের একটি রূপ হিসাবে বোঝা যায়। GBV মধ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, মহিলাদের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা, একই গৃহে বসবাসকারী পুরুষ বা শিশুরা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যদিও নারী এবং মেয়েরা GBV-এর প্রধান শিকার, এটি পরিবার এবং সম্প্রদায়ের জন্যও গুরুতর ক্ষতি করে।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ধরণঃ লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বিভিন্ন রূপ নিতে পারে-

• শারীরিক: এর ফলে আঘাত, যন্ত্রণা এবং স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুও হতে পারে। শারীরিক সহিংসতার সাধারণ রূপ হল মারধর, শ্বাসরোধ, ধাক্কাধাক্কি এবং অস্ত্র ব্যবহার।

• যৌন: এর মধ্যে রয়েছে অসম্মতিহীন যৌন কার্যকলাপ, যৌন কার্যকলাপ অর্জনের প্রচেষ্টা, অথবা ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই ব্যক্তির যৌনতার বিরুদ্ধে পরিচালিত কার্যকলাপ।

• মানসিক: এর মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ, জোরপূর্বক কোনো কাজ করানো, অর্থনৈতিক সহিংসতা এবং ব্ল্যাকমেইলের মতো মানসিকভাবে অবমাননাকর আচরণ।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার উদাহরণঃ

• পারিবারিক সহিংসতা বলতে পরিবার, পারিবারিক ইউনিট বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর মধ্যে ঘটে যাওয়া সকল ধরণের শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সহিংসতাকে বোঝায়। এগুলি প্রাক্তন বা বর্তমান স্বামী-স্ত্রীও হতে পারে যখন তারা একই বাসস্থানে বসবাস করে না।

• যৌন-ভিত্তিক হয়রানির মধ্যে রয়েছে অবাঞ্ছিত মৌখিক, শারীরিক বা অন্যান্য অ-মৌখিক যৌন আচরণ যা একজন ব্যক্তির মর্যাদা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে বা প্রভাবে ঘটে।

• নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতি (FGM) হল বহিরাগত নারী যৌনাঙ্গের কিছু বা সমস্ত অংশ কেটে ফেলা বা অপসারণ করা। এটি নারীর দেহ এর প্রতি অধিকারকে লঙ্ঘন করে এবং প্রায়শই তাদের যৌনতা, মানসিক স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং তাদের সম্প্রদায়ে অংশগ্রহণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমনকি এটি মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে।

• জোরপূর্বক বিবাহ বলতে বলপ্রয়োগ বা জোরপূর্বকভাবে বিবাহকে বোঝায় - বিবাহের জন্য শারীরিক চাপ অথবা মানসিক চাপ। এটি বাল্যবিবাহ বা বাল্যবিবাহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যখন বিবাহের ন্যূনতম বয়স পৌঁছানোর আগেই শিশুদের বিয়ে দেওয়া হয়।

• অনলাইন সহিংসতা হল অনলাইন জগতে নারীদের বিরুদ্ধে সকল ধরণের অবৈধ বা ক্ষতিকারক আচরণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত একটি সাধারণ শব্দ। এগুলি বাস্তব জীবনে সহিংসতার অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হতে পারে, অথবা শুধুমাত্র অনলাইন পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এর মধ্যে অবৈধ হুমকি, অনুসরণ করা বা সহিংসতার জন্য প্ররোচনা, অবাঞ্ছিত, আপত্তিকর বা যৌন স্পষ্ট ইমেল বা বার্তা, সম্মতি ছাড়াই ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা, অথবা সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে অনুপযুক্ত অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

লিঙ্গ এবং জেন্ডারঃ লিঙ্গ এবং জেন্ডার শাব্দিক অর্থে ভিন্ন কিন্তু ধারণাগত দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। লিঙ্গ বলতে পুরুষ এবং মহিলাদের বিভিন্ন জৈবিক এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বোঝায়, যেমন প্রজনন অঙ্গ, ক্রোমোজোম, হরমোন ইত্যাদি। ডাক্তাররা জন্মের সময় একজন ব্যক্তির যৌনাঙ্গ এবং ক্রোমোজোমের উপর ভিত্তি করে একটি লিঙ্গ লেবেল নির্ধারণ করেন। অন্যদিকে জেন্ডার বলতে নারী ও পুরুষের সামাজিকভাবে নির্মিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝায় - যেমন নারী ও পুরুষের গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ম, ভূমিকা এবং সম্পর্ক। জেন্ডার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এটি লিঙ্গ উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে সমাজ কীভাবে মানুষের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় তাও বোঝাতে পারে।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা তাদের লিঙ্গ পরিচয় এবং জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের মধ্যে অমিল অনুভব করেন।

লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি (Social Norms)ঃ

লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি হল সামাজিক প্রত্যাশা এবং নিয়ম যা ব্যক্তিদের তাদের অনুভূত লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে কীভাবে আচরণ করা, নিজেদের প্রকাশ করা এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করে। শৈশব এবং কৈশোরে প্রায়শই অভ্যন্তরীণভাবে গৃহীত এই নীতিগুলি লিঙ্গগত প্রচলিত ধারণাগুলিকে গঠন করে এবং বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এক কথায়, লিঙ্গ নীতি হল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা যা নির্ধারণ করে যে, কোন্ আচরণ এবং অভিব্যক্তি নির্দিষ্ট লিঙ্গের জন্য উপযুক্ত বা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক নীতির উদাহরণঃ

• ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ ভূমিকা: পুরুষদের প্রায়শই প্রাথমিক উপার্জনকারী হওয়ার আশা করা হয়, যেখানে মহিলাদের যত্নশীল এবং গৃহিণী হওয়ার আশা করা হয়।

• আচরণগত প্রত্যাশা: ছেলেদের প্রায়শই দৃঢ় এবং স্বাধীন হতে উৎসাহিত করা হয়, যেখানে মেয়েদের লালন-পালন এবং সহযোগিতামূলক হতে উৎসাহিত করা হয়।

• পেশাগত পছন্দ: কিছু পেশা প্রায়শই এক লিঙ্গের সাথে অন্য লিঙ্গের সাথে যুক্ত থাকে, যেমন পুরুষদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মহিলাদের জন্য শিক্ষকতা।

ইতিবাচক লিঙ্গ নীতির উদাহরণঃ

• সমান সুযোগ: লিঙ্গ নির্বিশেষে শিশুদের তাদের আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা।

• ভাগ করা দায়িত্ব: পুরুষ এবং মহিলাদের গৃহস্থালির কাজ এবং শিশু যত্নের দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া।

• বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা: ব্যক্তিদের বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয় এবং অভিব্যক্তি স্বীকৃতি এবং সম্মান করা।

ফলাফলঃ

কঠোর লিঙ্গগত নিয়ম বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তিদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যারা বৈষম্য এবং সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে। এগুলি লিঙ্গ বৈষম্যকেও স্থায়ী করতে পারে এবং পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সুযোগ সীমিত করতে পারে।

পরিবর্তন এবং অগ্রগতিঃ

লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য ক্ষতিকারক লিঙ্গগত নিয়মগুলিকে চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক লিঙ্গ সামাজিকীকরণ প্রচার করা, লিঙ্গগত প্রচলিত ধারণাসমূহ মোকাবেলা করা এবং সকল লিঙ্গের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তিঃ

লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি, যা লিঙ্গ সমতা নামেও পরিচিত, এর লক্ষ্য হল নিশ্চিত করা যে সকলের, তাদের লিঙ্গ পরিচয় বা অভিব্যক্তি নির্বিশেষে, সম্পদ, সুযোগ এবং অধিকারের সমান অ্যাক্সেস রয়েছে, এমন একটি সমাজকে উন্নীত করা যেখানে সমস্ত লিঙ্গকে মূল্যবান এবং সম্মানিত করা হয়। লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি, বা লিঙ্গ সমতা, এর অর্থ হল ব্যক্তিদের তাদের লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায্য এবং ন্যায্যভাবে আচরণ করা হয়।

লিঙ্গ অন্তর্ভূক্তির মূল দিকঃ

• সমান অ্যাক্সেস: শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে সমান অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

• সম্মান এবং মর্যাদা: সকল লিঙ্গকে তাদের পরিচয় বা অভিব্যক্তি নির্বিশেষে মূল্যায়ন এবং সম্মান করা।

• ক্ষমতায়ন: নারী ও মেয়ে সহ সকল ব্যক্তির ক্ষমতায়নকে সমর্থন করা, যাতে তারা তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী চলতে পারে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে।

• বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই: লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য এবং সহিংসতা মোকাবেলা এবং নির্মূল করা।

• বৈচিত্র প্রচার: লিঙ্গ পরিচয় এবং অভিব্যক্তির বৈচিত্র উদযাপন এবং মূল্যায়ন করা।

লিঙ্গ অন্তর্ভূক্তির গুরুত্বঃ

• সামাজিক ন্যায়বিচার: লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি মৌলিক নীতি, যা নিশ্চিত করে যে প্রত্যেকের একটি পূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ রয়েছে।

• অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য লিঙ্গ সমতা অপরিহার্য্য, কারণ এটি মানব সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

• টেকসই উন্নয়ন: লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি টেকসই উন্নয়নের একটি মূল উপাদান, কারণ এটি সকলের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং কল্যাণকে উৎসাহিত করে।

লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলনের উদাহরণঃ

• ভাষা: লিঙ্গগত প্রচলিত ধারণা এবং অনুমান এড়িয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাষা ব্যবহার করা।

• কর্মক্ষেত্র: এমন একটি কর্মক্ষেত্র তৈরি করা যা লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য এবং হয়রানি থেকে মুক্ত এবং যা সকল কর্মচারীর জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে।

• শিক্ষা: নিশ্চিত করা যে, সমস্ত শিক্ষার্থী, তাদের লিঙ্গ নির্বিশেষে, মানসম্পন্ন শিক্ষার সমান সুযোগ পাবে।

• রাজনীতি: রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

• সম্প্রদায়: সকল লিঙ্গের জন্য সামাজিক জীবনে যোগাযোগ এবং অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান তৈরি করা।

লিঙ্গ নীতি (Gender Policy)ঃ

আমাদের সমাজ, কর্মক্ষেত্র এবং প্রতিষ্ঠানে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করতে লিঙ্গ নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিঙ্গ নীতি হলো এমন একটি নির্দেশনা বা কাঠামো, যা নিশ্চিত করে-

- সকল লিঙ্গের মানুষ সমান সুযোগ পাবে
- বৈষম্য, হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ করা হবে
- নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা হবে

এটি শুধু নারী-পুরুষ সমতা নয়, বরং ট্রান্সজেন্ডার ও অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

কেন লিঙ্গ নীতি গুরুত্বপূর্ণঃ

লিঙ্গ নীতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ-

- এটি বৈষম্য কমায়
- কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ায়
- নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করে
- নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে

লিঙ্গ নীতির মূল উপাদানঃ

একটি কার্যকর লিঙ্গ নীতিতে সাধারণত থাকে-

- সমান সুযোগের নিশ্চয়তা (নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি)
- হয়রানি বিরোধী ব্যবস্থা (Sexual harassment policy)
- মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি
- নিরাপদ কর্মপরিবেশ
- অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে লিঙ্গ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালাঃ

বাংলাদেশে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আইন ও নীতি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলো-

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ - নারীর সমান অধিকার, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ - নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও শাস্তির ব্যবস্থা করে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ - কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা ২০০৯ - কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নির্দেশনা দেয়।
- গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ - পারিবারিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

আমাদের করণীয়ঃ

আমরা কী করতে পারি?

- সকলকে সম্মান করা, বৈষম্য না করা
- অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা
- প্রতিষ্ঠানের নীতি মেনে চলা
- সচেতনতা বৃদ্ধি করা

উপসংহারঃ

লিঙ্গ সমতা শুধু একটি নীতি নয়, এটি একটি দায়িত্ব। আমরা সবাই মিলে যদি সচেতন হই, তাহলে একটি সমান, নিরাপদ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

রোল-প্লে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

- বাল্য বিয়ে বন্ধ ও পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে নাটকীয় উপস্থাপনা।
- একটি গ্রামের বাস্তব সমস্যা যেমন ইভ টিজিং নিয়ে নাটকীয় উপস্থাপনা।

রোল-প্লে - ১: "পড়াশোনা বনাম বিয়ে"

সময়: ১০ মিনিট

চরিত্রঃ

- কিশোরী মেয়ে
- বাবা/মা
- বন্ধু
- কমিউনিটি লিডার

পরিস্থিতিঃ

- একজন মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে চাওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়।

টাস্কঃ

- সবার মতামত তুলে ধরুন
- একটি সমাধান বের করুন

প্রশ্নঃ

- মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব কী?
- সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কার থাকা উচিত

রোল-পে- ২: "রাস্তায় হয়রানি"

সময়: ১০ মিনিট

চরিত্রঃ

- একজন মেয়ে
- কিছু ছেলে (একজন হয়রানিকারী, একজন সচেতন বন্ধু)
- পথচারী

পরিস্থিতিঃ

- একজন মেয়ে রাস্তায় হয়রানির শিকার হচ্ছে।

টাস্কঃ

- কে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা দেখান
- ইতিবাচক আচরণ কী হতে পারে তা তুলে ধরুন

প্রশ্নঃ

- ছেলেরা কীভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে?
- কমিউনিটি কী করতে পারে?

গ্রুপ ওয়ার্কঃ

কার্যক্রম ১: "আমাদের সমাজে ছেলে-মেয়ের ভূমিকা" (১০ মিনিট)

নির্দেশনা:
ছোট গ্রুপে ভাগ করতে হবে (মিশ্র গ্রুপ হলে ভালো)।

প্রশ্নঃ

১. আমাদের এলাকায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা কী কী নিয়ম বা প্রত্যাশা আছে?
২. এই নিয়মগুলো কি সবার জন্য ন্যায্য? কেন/কেন নয়?
৩. এই পার্থক্যগুলো যুবকদের জীবনে কী প্রভাব ফেলে?
৪. কীভাবে এই পরিস্থিতি উন্নত করা যায়?

উদ্দেশ্য: লিঙ্গভিত্তিক স্টেরিওটাইপ চিহ্নিত করা।

কার্যক্রম ২: "স্বপ্ন ও বাধা" (১০ মিনিট)

নির্দেশনা:
প্রতি গ্রুপে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের "স্বপ্ন" কল্পনা করতে বলুন।

প্রশ্নঃ

১. একজন যুবকের (ছেলে/মেয়ে) স্বপ্ন কী হতে পারে?
২. সেই স্বপ্ন পূরণে কী কী বাধা আসতে পারে?
৩. এই বাধাগুলো কি লিঙ্গভিত্তিক?
৪. সমাজ ও পরিবার কীভাবে সহায়তা করতে পারে?

উদ্দেশ্য: সমান সুযোগের গুরুত্ব বোঝানো।

কার্যক্রম ৩: "নিরাপদ কমিউনিটি কেমন হওয়া উচিত?" (১০ মিনিট)

প্রশ্নঃ

১. একটি নিরাপদ কমিউনিটি বলতে কী বোঝেন?
২. মেয়েরা কোথায়/কখন সবচেয়ে অনিরাপদ বোধ করে?
৩. ছেলেদের কী ভূমিকা থাকতে পারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে?
৪. আমরা নিজেরা কী করতে পারি?

- উদ্দেশ্য: যৌথ দায়িত্ববোধ তৈরি করা।

ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাক্টিভিটি

অ্যাক্টিভিটি - ১: "এক পা এগিয়ে যাও" (Power Walk)

সময়: ১০ মিনিট

নির্দেশনা:
সবাই এক লাইনে দাঁড়াবে। ট্রেইনার কিছু বক্তব্য পড়বেন।

উদাহরণ বক্তব্য:

- "আমি নিরাপদে রাতে বাইরে যেতে পারি"
- "আমার মতামত পরিবারে গুরুত্ব পায়"
- "আমি নিজের পছন্দে পড়াশোনা/ক্যারিয়ার বেছে নিতে পারি"

যার সাথে মিলে যাবে, সে এক পা এগিয়ে যাবে।

শেষে আলোচনা:

- কে এগিয়ে গেল, কে পিছিয়ে রইল?
- কেন এই পার্থক্য?

উদ্দেশ্য: বৈষম্য অনুভব করানো।

অ্যাক্টিভিটি - ২: "আপনি কী করবেন?" (বাস্তব পরিস্থিতি)

উদাহরণ:
"বন্ধুরা মেয়েদের নিয়ে খারাপ মন্তব্য করছে- আপনি কী করবেন?"

"আপনার বোন পড়তে চায় কিন্তু পরিবার বাধা দিচ্ছে- আপনি কী করবেন?"

ফ্যাসিলিটেটর টিপস (যুবদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

- ছেলেদের "দোষারোপ" না করে "সহযোগী" হিসেবে যুক্ত করুন
- মেয়েদের কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত করুন
- উদাহরণগুলো স্থানীয় বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দিন
- সংবেদনশীল বিষয়ে বিচারমূলক মন্তব্য এড়িয়ে চলুন
- ইতিবাচক পরিবর্তনের গল্প শেয়ার করুন

সংক্ষিপ্ত বার্তা (Takeaway)ঃ

- ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার ও সম্মান রয়েছে
- পরিবর্তন শুরু হতে পারে আমাদের নিজেদের আচরণ থেকে
- একটি নিরাপদ ও সমান সমাজ গড়তে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে

SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats) বিশ্লেষণঃ

অংশগ্রহণকারীরা নারী দলেরঃ

- শক্তি: যেমন- ঐক্য, সচেতনতা
- দুর্বলতা: প্রশিক্ষণের অভাব, নেতৃত্বে অনিচ্ছা
- সুযোগ: NGO সহায়তা, সরকারি প্রকল্প

- হুমকি: সামাজিক বাধা, পুরুষশাসিত মানসিকতা- এসব বিশ্লেষণ

অ্যাকশন প্ল্যানঃ

প্রতিটি দল বাস্তবমুখী পরিকল্পনা তৈরি করে যেমনঃ

- "আমরা আগামী মাসে ২০টি পরিবারে GBV বিষয়ে উঠান বৈঠক করবো।"

মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

১. মৌখিক প্রশ্নোত্তর- শেখার বিষয় যাচাই।
২. লিখিত প্রতিক্রিয়া ফর্ম- অংশগ্রহণকারীদের মতামত, শেখা ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন।
৩. অ্যাকশন প্ল্যান উপস্থাপন- শেখা বিষয় বাস্তবায়নের প্রমাণ।

উপসংহারঃ

এই একদিনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকর প্রশিক্ষণ যুব পুরুষ, কিশোর-কিশোরী ও নারীর জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ী উদ্যোগ। এখানে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা ও সমস্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করে তারা স্থানীয় পর্যায়ে সহিংসতা প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন।

এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে যুব পুরুষ, কিশোর-কিশোরী ও নারীর নেতৃত্ব, নীতিগত অংশগ্রহণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।